10 FEB 2017

ঘিওরে ১০৭টি শিক্ষালয়ে শহীদ মিনার নেই!

প্রতিনিধি, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)

ভাষা আন্দোলনের ৬৫ বছর অতিবাহিত হবার পরেও মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় শহীদদের স্মরণে অধিকাংশ প্রথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কোন শহীন মিনার নেই। উপজেলার ২১টি উচ্চ মাধ্যমিক ও ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাদরাসাতে শহীদ মিনার নেই। ফলে শহীদদের প্রতি তাদের অনুভূতিও জাগছে না। যাদের ত্যাগ, তীতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিস্মারক এবং আমাদের অস্বিত্বের প্রতীক সেই ৫২'র ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বিদ্যালয়গুলোতে শহীদ মিনার না থাকায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ছাত্রছাত্রীরা স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানালেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শহীদ মিনার থাকলেও বছরে দু'তিন দিন ঝকঝক-চকচক করে আলো জ্বালানো হয়। তবে এখানকার অনেক ছাত্রছাত্রী অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা শহীদদের অবদান সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা নেই। দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও তাতে শেখার কিছু থাকে না। ছাত্রছাত্রীরা এই দিবসটিকে বিশেষ ছুটির দিন হিসেবেই জানে। এ কারণে নতুন প্রজন্ম জানতে পারছে না ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস।

ঘিওর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় হাতেগোনা তিন চারটি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার আছে। তবে বছরের অধিকাংশ সময় এ শহীদ মিনারগুলো অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকে। শুধু বছরের কয়েক দিন জাতীয় অনুষ্ঠানে ধুয়ে-মুছে সাফ করা হয়। দিবস শেষে শহীদ মিনারের খবর রাখে না কেউ। বছরের অধিকাংশ সময় শহীদ মিনার থাকে অবহেলিত। নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকায় অযত্ন-অবহেলায় অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে থাকে শহীদ মিনারগুলো। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় ঘিওর সদরে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এই বিদ্যায়গুলোতে লেখাপড়া হয়। শিক্ষিত, অভিজাত ও ধনাঢ্য অধিকাংশ পরিবারের সন্তানরা এখানে পড়াশুনা করে। অথচ এসব বিদ্যালয়গুলোতেও শহীদ মিনার নেই।

কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়েয়া খানম বলেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আমাদের এ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখা করে। অথচ শহীদ মিনার না থাকার দরুন ছাত্রছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনারের প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ নাজনীন আলম জানান, উপজেলার ৮৩টি প্রা. বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই। তবে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার থাকা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা একাডেমিক সুপারভাইজার মেহ্জান ফেরদৌস জানান, ঘিওরে ২০টি মাধ্যমিক ১টি নিম্ন মাধ্যমিক ৩টি কলেজ ও ৩টি মাদ্রাসা আছে। তবে কয়টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার আছে তা আমার জানা নেই। ভাষাসৈনিক ও তেরশ্রী কেএন ইনস্টিটিউশনের সাবেক প্রধান শিক্ষক কমরেড আবদুল হাকিম মাস্টার সাংবাদিকদের জানান, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি নতুন প্রজন্মকে জানাতে অবশ্যই আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শহীদ মিনার নির্মাণ করা প্রয়োজন। ভাষাসৈনিকদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ৬৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও আমরা দেশের সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রয়োজন ও প্রচলনে ব্যর্থ হয়েছি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমরা কেবল বাংলা ভাষার ব্যপারে বেশি তৎপর হই। আমরা আজ পর্যন্ত শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, সারা বছর অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকে আমাদের শহীদ মিনার। শুধুমাত্র জাতীয় দিবসগুলোতে শহীদ মিনারের চেহারা পাল্টে যায়। অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি পাওয়ায় এখন বিশ্বের প্রায় দু'শতাধিক দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই জন্য গর্বে আমার বুকটা ভরে যায়। তবে সবচেয়ে দুঃখ আমাদের অর্জিত প্রাণপ্রিয় বাংলা মায়ের ভাষা সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এলাকার সুশীল সমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রকৃত ভাষা সংগ্রামীদের রাষ্ট্রীয় সুবিধাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাস্তবায়নে জোর দাবি জানান।